দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু, হাসঁ-মুরগী ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষন, রোগ নিয়ন্ত্রন ও জাত উন্নয়নে এ খাতে রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। এ ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্য প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৩% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.০৪% (বিবিএস, ২০২১) মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.৪৪% তাছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৪৬৬৭৩.০০ কোটি টাকা যা বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ৩৪৬১.০০ কোটি টাকা বেশি (বিবিএস, ২০২১)। অধিকন্তু ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৪৮৩.৭৭ কোটি টাকা (ইপিবি, ২০১৯-২০)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। তাই ২০২০-২১ অর্থবছরে মাংস, দুধ ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১২৬.২০ গ্রাম/দিন, ১৭৫.৬৩ মিলি/দিন ও ১০৪.২৩ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে (৩ বছর) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, পবা, রাজশাহী এর প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরুপ:

উৎপাদিত পণ্য	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
মাংস (লক্ষ মেঃ টন)	০.২২৩৬	০.২৭৬২	০.২৬৯৭
দুধ (লক্ষ মেঃ টন)	০.৩৬৩৫	০.৪১৭৬	০.৬৪২২
ডিম (কোটি)	৪.৯৮০০	৬.০০০১	৮.০৬

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ:

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যে অপ্রতুলতা, রোগের প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠ সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব , লাগসই প্রযুক্তির অভাব,সচেতনতার অভাব, প্রণোদনামূলক উদ্যোগের অভাব, উৎপাদন সমগ্রীর উচ্চ মূল্য, জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাব, সীমিত জনবল ও বাজেট প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

মুজিব বর্ষের কর্মপরিকল্পনা, সরকারী নির্বাচনী অঙ্গিকার, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, BDP-2100 এবং ২০৩০ সালের মধ্য এসডিজি অর্জনে এবং রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাণিজাত পণ্যের যথাযথ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, ফুড সেফটি নিশ্চিতকরণ এবং ক্যাটেল ইনসুরেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। গবাদিপশু ও পাখির রোগ নিয়ন্ত্রন, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার গুনগত মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষনাগার স্থাপন করা হবে। দুগ্ধ ও মাংসল জাতের গরুর উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গরুর জাত উন্নয়ন করা হবে। পশু খাদ্যের সরবারাহ বাড়াতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন ও পশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। তাছাড়া প্রাণিসম্পদের টেকশই উৎপাদন নিশ্চত করার পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্ত বিধান, আপামর জনগোষ্ঠির পুষ্টির চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্বি ও অভষ্ঠি জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্খিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিককরণ। সর্বোপরি প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট SDG-এর ৯টি অভীষ্ট ও ২৮টি লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা সরকারের নির্বাচনি অঙ্গিকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতা যথাক্রমে ৫৬০ মিলি লিটার/দিন, ২৩৫ গ্রাম/দিন এবং ২৫৬ টি/বছর করা;
- গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষনে উপজেলায় গাভী/বকনা কে ১১১৭০ মাত্রা কৃত্রিম প্রজনন করা;
- রোগ প্রতিরেধে প্রায় ৮৮০৮৪৪ ডোজ টিকা গবাদি পশু-পাখিকে প্রদান;
- মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০২১ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ বাস্তবায়নে ১২২ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন করা;
- গবাদি পশু পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ৬৪টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা;
- গবাদিপশু ও হাসমুরগির খাদ্যে ও অন্যান্য প্রাণিজাত পন্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে ২ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।

CamScanner